বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ

১৪১-১৪৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

মাসিক নদী বিজ্ঞপ্তি নং-১৫

মাসঃ নভেম্বর/২০২০ (প্রথম পাক্ষিক)

(০১-১১-২০২০ হতে ১৫-১১-২০২০ তারিখ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে)

মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার
নদী রাখবো পরিস্কার

নথি নং-১৮.১১.০০০০.৩৮২.৩৪.০১৯.১৭/২৪৭০				তারিখঃ ২৯/১০/২০২০ইং।	
ক্রঃ নং	নৌ-পথের নাম	দুরুত্ব (কিঃ মিঃ)	শোলের নাম ও গভীরতা	নৌ-চলাচলের জন্য উম্মুক্ত	ড্রাফট সীমা (সর্বোচ্চ)
১.	নারায়ণগঞ্জ-চট্টগ্রাম	২৮২	ভাষানচর ১নং বয়া হতে ভাষানচর ২ নং বয়া এবং বয়ারচর বয়ার স্থানে ৩.০০ মিঃ	দিবা/রাত্রি	৩.৯৬ মিঃ *
২	ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ	৩১	নাব্যতা সংকট নেই	দিবা/রাত্রি	৩.৯৬ মিঃ
৩	নারায়ণগঞ্জ-ঘোড়াশাল	৪৯	নাব্যতা সংকট নেই	দিবা/রাত্রি	৩.৯৬ মিঃ
৪	চাঁদপুর-বরিশাল (কালিগঞ্জ হয়ে)	৯৩	সাদেকপুর ২.২০ মিঃ	দিবা/রাত্রি	৩.৯৬ মিঃ *
৫.	দাউদকান্দী-সোনামুড়া (বিবির বাজার)	৯৮	চান্দপুর, টিক্কারচর, জালুয়াপাড়া, গোলাবাড়ি-১.০০ মিঃ এবং বিবিরবাজার ০.৯১ মিঃ	শুধু দিনে	০.৮০ মিঃ (বন্ধ)
৬	বরিশাল-পটুয়াখালী-গলাচিপা-পায়রা বন্দর	১৪৯	কারখানা ২.৪০ মিঃ	দিবা/রাত্রি	৩.০০ মিঃ *
৭.	বরিশাল-পায়রা বন্দর (দুর্গাপাশা-দশমিনা-চরকাজল হয়ে)	১৪২	দুর্গাপাশা এবং হাজিরহাট ৩.০০মিঃ	দিবা/রাত্রি	৩.৯৬ মিঃ *
৮.	বরিশাল-খুলনা (শ্যালা নদী হয়ে)	২৪১	বন্ধ	-	-
৯.	বরিশাল-খুলনা (এমজি ক্যানেল হয়ে)	১৮৪	মাছমারা, বুড়রডাংগা, ডলুবুনিয়া, বগুড়াখাল, লুপকাটিং, ডাকরা খালের মুখ, কালীগঞ্জ, বেতিবুনিয়া, প্লানের বাজার এবং ঘষিয়াখালী ৩.৬০ মিঃ	দিবা/রাত্রি	৩.৬৫ মিঃ *
১০	মংলা-আংটিহারা-রায়মঙ্গল	১৩৮	চালনা, দাকোপ, বটবুনিয়া, কালিবাড়া, আড়াশিবসা, শিংগেরনালা, বজবজা-৩.২০ মিঃ	দিবা/রাত্রি	৩.৬৫ মিঃ *
১১	খুলনা-নোয়াপাড়া	৩৩	ফুলতলা, ধলগ্রাম, রানাগাতি,তালতলা ও নওয়াপাড়া -৩.৪৫ মিঃ	দিবা/রাত্রি	৩.৮০ মিঃ *
১২	ঢাকা-রামচর-মাদারীপুর	১৭২	খাসেরহচর, মাহসেরচর, ফাইসাতলা, খুনেরচর ও বান্দেরহাট-৩.২০ মিঃ	দিবা/রাত্রি	৩.১৫ মিঃ *
১৩	ঢাকা-নান্দরবাজার-হুলারহাট	২০৮	নাব্যতা সংকট নেই	দিবা/রাত্রি	৩.৯৬ মিঃ *
১৪	বরিশাল-পটুয়াখালী (ভায়া চরশিবলী)	৮৪	কণকাঠ-২.০০ মিঃ	দিবা/রাত্রি	২.৭৪ মিঃ *
১৫	বরিশাল-লালমোহন-ভোলা (ভায়া দূর্গাপাশা)	৮৮	নাজিরপুর ২.৭০ মিঃ এবং লালমোহন নালার মুখ -২.৫০ মিঃ	দিবা/রাত্রি	৩.৫০ মিঃ *
১৬	বরগুনা নালা (খাকদোন নদী)	৫	বরগুনা নালা-২.৭০ মিঃ	দিবা/রাত্রি	৩.৯৬ মিঃ *
১৭	বরিশাল-ঝালকাঠি-পাথরঘাটা	১১৪	নাব্যতা সংকট নেই	দিবা/রাত্রি	৩.৯৬ মিঃ
১৮	পটুয়াখালী-আমতলী	৪১	আমতলী-১.৫০ মিঃ	দিবা/রাত্রি	২.৭৪ মিঃ *
১৯	হারনা (চাঁদপুর)-আলুবাজার (ভায়া লক্ষীরচর)	১০	লাক্ষরচর-বেড়াচাক্ক-২.৪৪ মিঃ	দিবা/রাত্রি	২.৪৩ মিঃ *
২০	নারায়ণগঞ্জ-মতলব	৫৯	এখলাসপুর নালার মুখে-১.৫২ মিঃ, জাহরাবাদ লঞ্চঘাট ১.৯৮ মিঃ এবং আমিরাবাদ লঞ্চঘাট-১.৬৮ মিঃ	দিবা/রাত্রি	২.৪৪ মিঃ *
২১	ভোলা (ইলিশা)-লক্ষীপুর ফেরীরুট (মজুচৌধুরীরহাট)	৩২	রমনিরচর এবং বুড়ির খাল ১.৫২ মিঃ	দিবা/রাত্রি	২.১৩ মিঃ *
২২	চাঁদপুর-মাওয়া-পাটুরিয়া/আরিচা	১১৯	বাবুরচর-লৌহজং ৩.০৫ মিঃ	শুধু দিনে	৩.৩৫ মিঃ
২৩	পাটুরিয়া-বাঘাবাড়ী	৫০	মালুরচর-৩.৩৫ মিঃ	দিবা/রাত্রি	৩.০৪ মিঃ
২৪	পাটুরিয়া-রুপপুর/পাকশী	১০২	-	শুধু দিনে	৩.৯৬ মিঃ
২৫	পাটুরিয়া-সিরাজগঞ্জ-দৈখাওয়া/সাহেবের আগলা	২৮১	বাঘুটিয়া-২.৯৭ মিঃ এবং সাহেবের আগলারচর -২.২৫ মিঃ	শুধু দিনে	১.৮৩ মিঃ (গভীরতা-২.২৫মিঃ)
২৬	শিমুলিয়া-ইলিয়াছ আহম্মেদ চৌধুরী (কাঁঠালবাড়ী) ফেরী ঘাট	৯	লৌহজং টার্নিং পয়েন্ট নতুন চ্যানেল- ১.৮২মিঃ	দিবা/রাত্রি	১.৬৭ মিঃ
২৭	পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া ফেরী রুট	৪.৫	নাব্যতা সংকট নেই	দিবা/রাত্রি	৩.৯৬ মিঃ
২৮	নারায়ণগঞ্জ-ভৈরব	৯৫	নাব্যতা সংকট নেই	দিবা/রাত্রি	৩.৯৬ মিঃ
২৯	ভৈরব-আজমেরীগঞ্জ	১২৫	ইকরাদিয়া-৩.৩৫ মিঃ	শুধু দিনে	৩.০৪ মিঃ
৩০	আজমেরীগঞ্জ-শেরপুর	৭১	রানীগঞ্জ-৩.৩৫ মিঃ	শুধু দিনে	৩.০৪ মিঃ
৩১	শেরপুর-জাকগঞ্জ	১১৬	ফেঞ্চুগঞ্জ- ৩.০৪ মিঃ	শুধু দিনে	২.৭৪ মিঃ
৩২	ভৈরব-ছাতক (ভায়া শিংপুর নালা)	২৩০	নাব্যতা সংকট নেই	শুধু দিনে	৩.৯৬ মিঃ
৩৩	সদরঘাট-মীরপুর ব্রীজ	১৬	নাব্যতা সংকট নেই	শুধু দিনে	৩.৯৬ মিঃ
৩৪	মীরপুর ব্রীজ-আশুলিয়া	১৩	চানপুর-৩.৬৫ মিঃ	শুধু দিনে	৩.৩৫ মিঃ

* তারকা চিহ্নিত নৌ-পথের শোল এলাকাগুলো জোয়ারের সুবিধাসহ BIWTA এর পাইলট নিয়ে সতর্কতার সাথে চলাচলের জন্য অনুরোধ করা হলো।

১। সতর্কতাঃ ১ নং (ক) এতদ্বারা সকল নৌ-যানের মালিক/মাষ্টার/ড্রাইভারসহ নৌ-অপারেটরদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ঢাকা-চাঁদপুর-বরিশাল/চট্রগ্রাম নৌ-পথের অন্তর্গত বুড়িগঙ্গা নদীর পোস্তগোলা ব্রীজের মাঝখানের স্প্যানের ক্ষতিগ্রস্থ গার্ডার সড়ক ও জনপথ বিভাগ মুন্সিগঞ্জ কর্তৃক মেরামত কাজের জন্য উক্ত স্প্যানের নৌ-চ্যানেলটি পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। নৌ-দুর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষ্যে ক্ষতিগ্রস্থ ব্রীজের নীচের নৌ-চ্যানেলের মাঝে ড্রাম বয়া এবং বাতি স্থাপন করা হয়েছে। এমতাবস্থায়

নিরাপদ নৌ-চলাচলের স্বার্থে বিকল্প হিসেবে ঢাকা হতে চাঁদপুর-বরিশাল/চট্টগ্রামগামী সকল নৌ-যানকে ক্ষতিগ্রস্থ ব্রীজের চ্যানেলটি পরিহার করে বাম পার্শ্বের চ্যানেল দিয়ে (বামে সবুজ রং ও সবুজ বাতি এবং ডানে লাল রং ও লাল বাতি দ্বারা চিহ্নিত) এবং বরিশাল/চট্টগ্রাম-চাঁদপুর হতে ঢাকাগামী সকল নৌ-যানকে ক্ষতিগ্রস্থ চ্যানেলটির ডান পাশ দিয়ে (ডানে সবুজ রং ও সবুজ বাতি দ্বারা চিহ্নিত) খুবই সাবধানতার সাথে ধীরগতিসহ সর্ব্বোচ্চ সর্তকতা অবলম্বন পুর্বক চলাচল করার নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে। বর্তমানে উক্ত বিকল্প চ্যানেলটির ব্রীজের ভার্টিক্যাল ক্লিয়ারেন্স ৪৬ ফুট এবং প্রশস্থতা ১৭২ ফুট রয়েছে। উল্লেখ্য বিকল্প চ্যানেলটির প্রশস্থতা পুর্বের চ্যানেলের চেয়ে কম থাকায় এ চ্যানেল দিয়ে অভার টেকিং/ক্রসিং সম্পূর্ন নিষিদ্ধ।

সতর্কতাঃ ১ নং (খ) নৌ-রুটঃ এতদ্বারা সকল নৌ-যানের মালিক/মাষ্টার/ড্রাইভারসহ সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, চট্টগ্রাম-চরগজারিয়া নৌ-রুটের ভাষানচর ১নং বয়া হতে ভাষানচর-২ বয়া পর্যন্ত এবং বয়ারচর-১ লাইটেড এবং বয়ারচর-২ বয়ার স্থানে জোয়ার শুরুর কমপক্ষে ২ ঘন্টা পর অত্যন্ত সতর্কতার সহিত কর্তৃপক্ষের মাষ্টার পাইলটসহ চলাচল করার জন্য পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে। উল্লেখ্য নৌ-পথ পরিবর্তন হওয়ায় লাম্বরহাট লাইটেড বয়াটি প্রত্যাহার করো হয়েছে।

সতর্কতাঃ ১ নং (ঘ) নৌ-রুটঃ জনতাবাজার-চৌকিঘাটা-চাঁদপুর নৌ-পথের হুজুরেরখালে প্রবেশ পথে ০১টি স্ফেরিক্যাল রেক বয়া, হুজুরেরখাল-চৌকিঘাটা এরাকায় ০১টি সবুজ ও ০১টি লাইটেড বয়া (লালবাতি যুক্ত) স্থাপন করা হয়েছে। জনতাবাজার হতে চাঁদপুর আসার পথে স্ফেরিক্যাল রেক বয়াকে হাতের বামে এবং সবুজ ও লাল লালটেড বয়াকে হাতের ডানে রেখে সতর্ককার সহিত চলাচল করার পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে।

সতর্কতাঃ ১ নং (ঙ) নৌ-রুটঃ চাঁদপুর-নারায়ণগঞ্জ নৌ-পথের আমিরাবাদ নামক স্থানে লাইটেড বয়া (লালবাতি যুক্ত) স্থাপন করা হয়েছে। চাঁদপুর হতে উজানে যাওয়ার সময় লাল লালটেড বয়াকে হাতের বামে রেখে চলাচল করার পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে।

২। সতর্কতা ঃ-৪ নং (ক) নৌ-রুটঃ মিয়ারচর নৌ-পথে বর্তমানে ৬ পানির গভীরতা দেখা যাচ্ছে। কোন নৌ-যান চলাচল করা সম্ভব নয়। সকল নৌ-যানকে মিয়ারচর নৌ-পথ পরিহার করে চাঁদপুর-উলানিয়া নৌ-পথ ব্যবহার করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। চাঁদপুর-জনতাবাজার ও বরিশাল নৌ-পথের ইলিশা এলাকায় ২টি লাল বয়া স্থাপন করা আছে। চাঁদপুর থেকে জনতাবাজার ও বরিশালগামী সকল নৌ-যানকে বয়া ২টি হাতের ডানে রেখে টার্নিং নেয়ার জন্য পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে। উলানিয়া এলাকায় পূর্ণ ভাটার সময় ৩.৩৫ মিঃ পানির গভীরতা পাওয়া যায়। সকল যাত্রীবাহী লঞ্চ উলানিয়া সবুজ লাইটেড বয়ার উজান ও ভাটি দিয়ে ক্রস করে চলাচল করতে পারবে।

সতর্কতা ঃ-৪ নং (খ) এতদ্বারা সকল নৌ-যানের মালিক/মাষ্টার/ড্রাইভারসহ নৌ-অপারেটরদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বরিশাল-চাঁদপুর নৌ-পথের কীর্তনখোলা নদীর চরবাড়িয়া এলাকায় নদীর কিনারা হতে আনুমানিক ১০০ ফুট নদীর দিকে বিদ্যুতের টাওয়ার বিহীন পাইল লেগ নদীতে ঝুঁকিপুর্ণ (তবে দৃশ্যমান) থাকায় নৌ-দুর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষ্যে উক্ত স্থানে সবুজ বিকনবাতি, ডায়মন্ড মার্কা, লাল পতাকা এবং হলুদ রংয়ের জিআরপি বয়া স্থাপন করা হয়েছে। এমতাবস্থায়, বরিশাল হতে চাঁদপুরগামী সকল নৌ-যানকে উক্ত স্থান অতিক্রমের সময় স্থাপিত বয়া/সংকেতগুলো হাতের ডানে এবং চাঁদপুর হতে বরিশালগামী সকল নৌ-যানকে উক্ত বয়া/সংকেতগুলো হাতের বামে রেখে বিআইডব্লিউটিএ'র পাইলট নিয়ে অতি-সাবধানতার সাথে চলাচল করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

সতর্কতা ঃ-৪ নং (গ) নৌ-রুটঃ চরবাড়িয়া টার্নিং পয়েন্টে বিদ্যুৎ বিভাগের টাওয়ারের নিচের অংশের পিলার রয়েছে। পিলারের সাথে ১টি সবুজ বাতি এবং লাল নিশান লাগানো আছে। উক্ত পিলারকে বরিশাল হতে ঢাকা যেতে হাতের ডানে ঢাকা থেকে বরিশাল আসতে হাতের বামে রেখে সাবধানতার সাথে চলাচলের জন্য নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে। পোটকারচর নামক স্থানে (শায়েস্তাবাদ নালার মুখে) টার্নিং পয়েন্টে পোর্টহ্যান্ড সাইডে একটি লাল লাইটেড বয়া এবং বাগরজা (চরশিবলী) নামক স্থানে (স্টার বোর্ড সাইডে) একটি সবুজ লাইটেড বয়া স্থাপন করা হয়েছে। বগাদিয়া নামক স্থানে ১টি সবুজ লাইটেড বয়া স্থাপন করা হয়েছে। বাউশিয়া নামক স্থানে স্থাপিত লাইটেড বয়াটি স্থানান্তর করে লতাখালের মুখে পুনঃস্থাপন করে সবুজ বাতি দেয়া হয়েছে। লতাখাল নামক স্থানে পূনঃস্থাপিত সবুজ বয়াটি বরিশাল হতে ঢাকা যেতে হাতের ডান পাশে রেখে সর্তকতার সাথে চলাচল করার জন্য নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে।

৩। **সতর্কতাঃ ৭নং নৌ-রুটঃ** নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তক্রমে ২১/০৩/১৬ তারিখ হতে সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত শ্যালা নদী অর্থাৎ শরণখোলা (বগী) হতে জয়মনিরগোল (চাঁদপাই) নৌ-পথে সব ধরনের বাণিজ্যিক নৌ-যান চলাচল বন্ধ থাকবে। বিকল্প হিসাবে ঘাসিয়াখালী-মংলা (এম জি ক্যানেল হয়ে) নৌ-রুট ব্যবহার করা যাবে।

৪। **সতর্কতাঃ ৮নং ও ৯নং নৌ-রুটঃ** খুলনা শিপইয়ার্ড ও সেভেনরিং সিমেন্ট ফ্যাক্টরীর বিপরীত পাশে জাবুসা এলাকায় গত ১৫/০৩/১৮ইং তারিখে জিপসাম বোঝাই "এমভি বিবি-১১৩৪" নামক নৌ-যান নিমজ্জিত হয়েছে। ডুবন্ত নৌ-যানকে চিহ্নিত করার লক্ষ্যে উক্ত স্থানে একটি স্পেরিক্যাল রেক বয়া স্থাপন করা হয়েছে। খুলনা-চালনা-মংলা-কাউখালী নৌ-পথের কাজীবাচা নদীর হালিয়া নামক স্থানে পাথর বোঝাই জাহাজ "এমভি আল মদিনা" গত ১৪/০৯/১৯ তারিখে বটিয়াঘাটা থানার হালিয়া নামক স্থানে নিমজ্জিত হয়। নিমজ্জিত জাহাজের নিকট একটি জিআরপি বয়া স্থাপন করা হয়েছে। খুলনা হতে মংলাগামী সকল নৌ-যানকে উক্ত রেক বয়াকে হাতের বামে এবং মংলা হতে খুলনাগামী নৌ-যানকে হাতের ডানে রেখে সতর্কতার সাথে চলাচলের পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে।

৫। **সতর্কতাঃ ১০নং নৌ-রুটঃ** তরতীপুর অটো রাইস এন্ড ডাল মিল এর নিকট ডুবন্ত "ডায়মন্ড অফ নারিশা" জাহাজে একটি জিআরপি রেক বয়া স্থাপন করা হয়েছে। খুলনা হতে নওয়াপাড়াগামী সকল নৌ-যান সমুহকে উক্ত স্ফেরিক্যাল রেক বয়া হাতের বামে এবং নওয়াপাড়া হতে খুলনাগামী নৌ-যান সমূহকে উক্ত বয়া হাতের ডানে রেখে সতর্কতার সাথে চলাচল করার পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে। এছাড়া উক্ত নৌ-পথের অভয়নগর থানার নিকট শেখ ব্রাদার্স ঘাটের অপর পার্শ্বে বৃটিশ আমলে নির্মিত নীল কুটিরের অংশ বিশেষ ভেঙ্গে নদী গর্ভে পড়ে আছে। নৌ-দুর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষে গত ১৯/১২/২০১৮ইং তারিখ উক্ত স্থানে একটি জিআরপি রেক বয়া স্থাপন করা হয়েছে। খুলনা হতে নওয়াপাড়াগামী সকল নৌ-যান সমুহকে উক্ত রেক বয়াকে হাতের ডানে এবং নওয়াপাড়া হতে খুলনাগামী নৌ-যান সমূহকে উক্ত রেক বয়াকে হাতের বামে রেখে বিআইডব্লিউটিএ'র পাইলট নিয়ে সতর্কতার সাথে চলাচল করার পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে।

৬। **সতর্কতাঃ ১৮নং নৌ-রুটঃ** চাঁদপুর/হরিনা হতে আলুবাজারগামী নৌ-যানসমূহকে লক্ষীরচর টাওয়ারবিকনটিকে বামে রেখে চলাচল করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

৭। **সতর্কতাঃ ১৯নং নৌ-রুটঃ** চাঁদপুর-নারায়নগঞ্জ নৌ-পথের আমিরাবাদ নামক স্থানে লালবাতি যুক্ত লাইটেড বয়া স্থাপন করা আছে। চাঁদপুর হতে-ঢাকা/নারায়নগঞ্জ/আশুগঞ্জগামী সকল নৌ-যানসমুহকে উক্ত লাইটেড বয়াসমুহ হাতের বামে রেখে চলাচল করার জন্য পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে।

৮। **সতর্কতাঃ ২০ নং নৌ-রুটঃ** ভোলা (ইলিশা)-লক্ষীপুর ফেরীরুট (মজুচৌধুরীরহাট) নৌ-পথের বঙ্গারচর এলাকায় ১টি সবুজ লাইটেড বয়া স্থাপন করা হয়েছে। চাঁদপুর/বরিশালগামী সকল নৌ-যানকে উক্ত বয়াটি আইনানুযায়ী হাতের ডানে/বামে রেখে এবং স্থাপিত বিকন/মার্কার প্রতি লক্ষ রেখে সতর্কতার সাথে চলাচল করার পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে।

৯। **সতর্কতাঃ ২৩ নং নৌ-রুটঃ** কাউলিয়া-দৈখাওয়া/সাহেবের আগলা নৌ-পথে বর্তমানে নদীর পানি ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়ার কারণে শোলগুলো ডুবন্ত থাকায় কাউলিয়া হতে সাহেবের আগলা পর্যন্ত নৌ-পথের শোলগুলো অতিক্রম করার সময় জাহাজ সমূহ নিরাপদ দুরত্ব রেখে খুব সাবধানতার সাথে চলাচল করবে। বর্তমানে বঙ্গবন্ধু সেতুর পিলার নং ২২-২৩ এর মাঝ দিয়ে জাহাজসমূহ অতিক্রম করবে।

* **সতর্কতাঃ সকল নৌ-রুটঃ** এতদ্বারা সকল নৌ-যানের মালিক/মাষ্টার/ড্রাইভারসহ সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, উজান থেকে নেমে আসা পানির তীব্র স্রোত এবং দেশের বিভিন্ন নদীতে পানি বৃদ্ধির ফলে ঘূর্নাবর্তের সৃষ্টি হয়েছে। এমতাবস্থায়, নৌ-দুর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষে দেশের সকল নৌ-পথে চলাচলকারী নৌ-যানসমূহকে অতিরিক্ত যাত্রী/মালামাল বোঝাই না করে এবং সৃষ্ট ঘুনাবর্ত পরিহার পুর্বক বিআইডব্লিউটিএ'র পাইলট নিয়ে অতি-সাবধানতার সাথে চলাচল করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বিঃ দ্রঃ-বিস্তারিত জানার জন্য নিম্নলিখিত কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলঃ

১। পরিচালক (নৌ-সওপ), ফোন নং- ৯৫৫০৯১৮
২। অতিরিক্ত পরিচালক (নৌ-পথ), ফোন নং- ৯৫৫৭০৬০
৩। যুগ্ম-পরিচালক (নৌ-সওপ), সদরঘাট ফোন নং- ৭১১৩৬৫০
৪। যুগ্ম-পরিচালক (নৌ-সওপ), চাঁদপুর ফোন নং- ০৮৪১/৬৩২৮৩
৫। যুগ্ম-পরিচালক (নৌ-সওপ), বরিশাল ফোন নং- ০৪৩১/৬৩৬৭৩
৬। যুগ্ম-পরিচালক (নৌ-সওপ), চট্টগ্রাম ফোন নং- ০৩১/৬১০৬০০
৭। যুগ্ম-পরিচালক (নৌ-সওপ), আরিচা ফোন নং- ৭৭১৬০৫২
৮। যুগ্ম-পরিচালক (নৌ-সওপ), খুলনা ফোন নং- ০৪৩১/৭২০৩৪০
৯। যুগ্ম-পরিচালক (নৌ-সওপ), সিরাজগঞ্জ ফোন নং- ০৭৫১/৬২২৫৯

* **দক্ষ/আভজ্ঞ সনদধারা মাষ্টার দ্বারা নো-যান পারচালনা করুন।**
* **পথিমধ্যে কাল বৈশাখী/স্থানীয় ঝড়ের আশংকা থাকলে নৌ-যান নিরাপদ স্থানে ভিড়িয়ে অপেক্ষা করুন।**
* **রাতের বেলায় বিশেষ সতকতার সাথে নো-যান পারচালনা করুন।**

পরিচালক
নৌ-সংরক্ষণ ও পরিচালন বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ

১৪১-১৪৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০।

মাসিক নদী বিজ্ঞপ্তি নং-১৬

মাসঃ নভেম্বর/২০২০ (দ্বিতীয় পাক্ষিক)

(১৬-১১-২০২০ হতে ৩০-১১-২০২০ তারিখ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে)

মুজিব বর্ষের অঙ্গীকার
নদী রাখবো পরিস্কার

নথি নং-১৮.১১.০০০০.৩৮২.৩৪.০১৯.১৭/				তারিখঃ ১৫/১১/২০২০ইং।	
ক্রঃ নং	নৌ-পথের নাম	দুরুত্ব (কিঃ মিঃ)	শোলের নাম ও গভীরতা	নৌ-চলাচলের জন্য উন্মুক্ত	ড্রাফট সীমা (সর্বোচ্চ)
১.	নারায়ণগঞ্জ-চট্টগ্রাম	২৮২	ভাষানচর ১নং বয়া হতে ভাষানচর ২ নং বয়া এবং বয়ারচর বয়ার স্থানে ৩.০০ মিঃ	দিবা/রাত্রি	৩.৯৬ মিঃ *
২	ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ	৩১	নাব্যতা সংকট নেই	দিবা/রাত্রি	৩.৯৬ মিঃ
৩	নারায়ণগঞ্জ-ঘোড়াশাল	৪৯	নাব্যতা সংকট নেই	দিবা/রাত্রি	৩.৯৬ মিঃ
৪	চাঁদপুর-বরিশাল (কালিগঞ্জ হয়ে)	৯৩	সাদেকপুর ২.২০ মিঃ	দিবা/রাত্রি	৩.৯৬ মিঃ *
৫.	দাউদকান্দী-সোনামুড়া (বিবির বাজার)	৯৮	-	শুধু দিনে	(বন্ধ)
৬	বরিশাল-পটুয়াখালী-গলাচিপা-পায়রা বন্দর	১৪৯	কারখানা ২.৪০ মিঃ	দিবা/রাত্রি	৩.০০ মিঃ *
৭.	বরিশাল-পায়রা বন্দর (দুর্গাপাশা-দশমিনা-চরকাজল হয়ে)	১৪২	দুর্গাপাশা এবং হাজিরহাট ৩.০০মিঃ	দিবা/রাত্রি	৩.৯৬ মিঃ *
৮.	বরিশাল-খুলনা (শ্যালা নদী হয়ে)	২৪১	বন্ধ	-	-
৯.	বরিশাল-খুলনা (এমজি ক্যানেল হয়ে)	১৮৪	মাছমারা, বুড়রডাংগা, ডলুবুনিয়া, বগুড়াখাল, লুপকাটিং, ডাকরা খালের মুখ, কালীগঞ্জ, বেতিবুনিয়া, প্লানের বাজার এবং ঘষিয়াখালী ৩.৫০ মিঃ	দিবা/রাত্রি	৩.৬৫ মিঃ *
১০	মংলা-আংটিহারা-রায়মঙ্গল	১৩৮	চালনা, দাকোপ, বটবুনিয়া, কালিবাড়া, আড়াশিবসা, শিংগেরনালা, বজবজা-৩.১০ মিঃ	দিবা/রাত্রি	৩.৬৫ মিঃ *
১১	খুলনা-নোয়াপাড়া	৩৩	ফুলতলা, ধলগ্রাম, রানাগাতি,তালতলা ও নওয়াপাড়া -৩.৩৫ মিঃ	দিবা/রাত্রি	৩.৮০ মিঃ *
১২	ঢাকা-রামচর-মাদারীপুর	১৭২	খাসেরহচর, মাহিসেরচর, ফাইসাতলা, খুনেরচর ও বান্দেরহাট-৩.১০ মিঃ	দিবা/রাত্রি	৩.১৫ মিঃ *
১৩	ঢাকা-নান্দরবাজার-হুলারহাট	২০৮	নাব্যতা সংকট নেই	দিবা/রাত্রি	৩.৯৬ মিঃ *
১৪	বরিশাল-পটুয়াখালী (ভায়া চরশিবলী)	৮৪	কণকাঠ-২.০০ মিঃ	দিবা/রাত্রি	২.৭৪ মিঃ *
১৫	বরিশাল-লালমোহন-ভোলা (ভায়া দূর্গাপাশা)	৮৮	নাজিরপুর ২.৭০ মিঃ	দিবা/রাত্রি	৩.৫০ মিঃ *
১৬	বরগুনা নালা (খাকদোন নদী)	৫	বরগুনা নালা-২.৭০ মিঃ	দিবা/রাত্রি	৩.৯৬ মিঃ *
১৭	বরিশাল-ঝালকাঠি-পাথরঘাটা	১১৪	নাব্যতা সংকট নেই	দিবা/রাত্রি	৩.৯৬ মিঃ
১৮	পটুয়াখালী-আমতলী	৪১	আমতলী-১.৫০ মিঃ	দিবা/রাত্রি	২.৭৪ মিঃ *
১৯	হারনা (চাঁদপুর)-আলুবাজার (ভায়া লক্ষীরচর)	১০	লাক্ষরচর-বেড়াচাক্ক-২.৪৪ মিঃ	দিবা/রাত্রি	২.৭৪ মিঃ *
২০	নারায়ণগঞ্জ-মতলব	৫৯	এখলাসপুর নালার মুখে-১.৫২ মিঃ, জাহরাবাদ লঞ্চঘাট ১.৯৮ মিঃ এবং আমিরাবাদ লঞ্চঘাট-১.৬৮ মিঃ	দিবা/রাত্রি	২.৪৪ মিঃ *
২১	ভোলা (ইলিশা)-লক্ষীপুর ফেরীরুট (মজুচৌধুরীরহাট)	৩২	বুড়র খাল ১.২২ মিঃ	দিবা/রাত্রি	২.১৩ মিঃ *
২২	চাঁদপুর-মাওয়া-পাটুরিয়া/আরিচা	১১৯	বাবুরচর-লৌহজং ২.৯০ মিঃ	শুধু দিনে	৩.৩৫ মিঃ
২৩	পাটুরিয়া-বাঘাবাড়ী	৫০	মালুরচর-২.৭৪ মিঃ	শুধু দিনে	২.৪৩ মিঃ
২৪	পাটুরিয়া-রুপপুর/পাকশী	১০২	নাজিরগঞ্জ, চরতারাপুর, সেনগ্রাম এবং রানাখাড়িয়া ৩.২০ মিঃ	শুধু দিনে	২.৮৯ মিঃ
২৫	পাটুরিয়া-সিরাজগঞ্জ-দৈখাওয়া/সাহেবের আগলা	২৮১	শোলজানা ২.৭৪ মিঃ, পাটগ্রাম (১), খোলাবাড়ীরচর, আনন্দবাড়ী, বড়বেড় এবং সাহেবের আগলারচর -২.২৫ মিঃ	শুধু দিনে	১.৮৩ মিঃ (গভীরতা-২.২৫ মিঃ)
২৬	শিমুলিয়া-ইলিয়াছ আহম্মেদ চৌধুরী (কাঁঠালবাড়ী) ফেরী ঘাট	৯	চায়না চ্যানেল -২.৭৪মিঃ	দিবা/রাত্রি	২.৪৩ মিঃ
২৭	পাটুরিয়া-দৌলতদিয়া ফেরী রুট	৪.৫	নাব্যতা সংকট নেই	দিবা/রাত্রি	৩.৯৬ মিঃ
২৮	নারায়ণগঞ্জ-ভৈরব	৯৫	নাব্যতা সংকট নেই	দিবা/রাত্রি	৩.৯৬ মিঃ
২৯	ভৈরব-আজমেরীগঞ্জ	১২৫	ইকরাদিয়া-৩.১০ মিঃ	শুধু দিনে	২.৭৪ মিঃ
৩০	আজমেরীগঞ্জ-শেরপুর	৭১	রানীগঞ্জ-৩.২৩ মিঃ	শুধু দিনে	২.৮৯ মিঃ
৩১	শেরপুর-জাকগঞ্জ	১১৬	ফেঞ্চুগঞ্জ- ২.৯২ মিঃ	শুধু দিনে	২.৫৯ মিঃ
৩২	ভৈরব-ছাতক (ভায়া শিংপুর নালা)	২৩০	নাব্যতা সংকট নেই	শুধু দিনে	৩.৯৬ মিঃ
৩৩	সদরঘাট-মীরপুর ব্রীজ	১৬	নাব্যতা সংকট নেই	শুধু দিনে	৩.৯৬ মিঃ
৩৪	মীরপুর ব্রীজ-আশুলিয়া	১৩	নাব্যতা সংকট নেই	শুধু দিনে	৩.৯৬ মিঃ

* তারকা চিহ্নিত নৌ-পথের শোল এলাকাগুলো জোয়ারের সুবিধাসহ BIWTA এর পাইলট নিয়ে সতর্কতার সাথে চলাচলের জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

১। সতর্কতাঃ ১ নং (ক) এতদ্বারা সকল নৌ-যানের মালিক/মাষ্টার/ড্রাইভারসহ নৌ-অপারেটরদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ঢাকা-চাঁদপুর-বরিশাল/চট্টগ্রাম নৌ-পথের অন্তর্গত বুড়িগঙ্গা নদীর পোস্তগোলা ব্রীজের মাঝখানের স্প্যানের ক্ষতিগ্রস্থ গার্ডার সড়ক ও জনপথ বিভাগ মুন্সিগঞ্জ কর্তৃক মেরামত কাজের জন্য উক্ত স্প্যানের নৌ-চ্যানেলটি

পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত বন্ধ থাকবে। নৌ-দুর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষ্যে ক্ষতিগ্রস্থ ব্রীজের নীচের নৌ-চ্যানেলের মাঝে ড্রাম বয়া এবং বাতি স্থাপন করা হয়েছে। এমতাবস্থায় নিরাপদ নৌ-চলাচলের স্বার্থে বিকল্প হিসেবে ঢাকা হতে চাঁদপুর-বরিশাল/চট্টগ্রামগামী সকল নৌ-যানকে ক্ষতিগ্রস্থ ব্রীজের চ্যানেলটি পরিহার করে বাম পার্শ্বের চ্যানেল দিয়ে (বামে সবুজ রং ও সবুজ বাতি এবং ডানে লাল রং ও লাল বাতি দ্বারা চিহ্নিত) এবং বরিশাল/চট্টগ্রাম-চাঁদপুর হতে ঢাকাগামী সকল নৌ-যানকে ক্ষতিগ্রস্থ চ্যানেলটির ডান পাশ দিয়ে (ডানে সবুজ রং ও সবুজ বাতি দ্বারা চিহ্নিত) খুবই সাবধানতার সাথে ধীরগতিসহ সর্ব্বোচ্চ সর্তকতা অবলম্বন পুর্বক চলাচল করার নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে। বর্তমানে উক্ত বিকল্প চ্যানেলটির ব্রীজের ভার্টিক্যাল ক্লিয়ারেন্স ৪৬ ফুট এবং প্রশস্থতা ১৭২ ফুট রয়েছে। উল্লেখ্য বিকল্প চ্যানেলটির প্রশস্থতা পুর্বের চ্যানেলের চেয়ে কম থাকায় এ চ্যানেল দিয়ে অভার টেকিং/ক্রসিং সম্পূর্ন নিষিদ্ধ।

সতর্কতাঃ ১ নং (খ) নৌ-রুটঃ এতদ্বারা সকল নৌ-যানের মালিক/মাষ্টার/ড্রাইভারসহ সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, চট্টগ্রাম-চরগজারিয়া নৌ-রুটের ভাষানচর ১নং বয়া হতে ভাষানচর-২ বয়া পর্যন্ত এবং বয়ারচর-১ লাইটেড এবং বয়ারচর-২ বয়ার স্থানে জোয়ার শুরুর কমপক্ষে ২ ঘন্টা পর অত্যন্ত সতর্কতার সহিত কর্তৃপক্ষের মাষ্টার পাইলটসহ চলাচল করার জন্য পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে। বাঅনৌপক-নিহারীকা জাহাজ দ্বারা গত ২০/১০/২০২০ইং ও ২১/১০/২০২০ইং তারিখে বয়ারচর লাইটেড বয়া (সবুজ বয়া সবুজ বাতি) ২২° ২৮.৯৭৪ উত্তর এবং ০৯১° ০৪.৪৬৩ পূর্ব অবস্থানে, আলোর মিছিল লাইটেড বয়া (লাল বয়া লাল বাতি) ২২° ২৭.১৯৫ উত্তর এবং ০৯১° ০৬.৩৯১ পূর্ব অবস্থানে এবং আক্তারবানু লাইটেড বয়া (লাল বয়া লাল বাতি) ২২° ১২.৬৫১ উত্তর এবং ০৯১° ১৭.৭৩৩ পূর্ব অবস্থানে ভাষানচর-২ লাইটেড বয়া (লাল বয়া লাল বাতি) ২২° ০৮.৪৬৬ উত্তর এবং ০৯১° ২৬.২৫৬ পূর্ব অবস্থানে এবং মাদার ভেসেল লাইটেড বয়া (লাল বয়া লাল বাতি) ২২° ০৯.১২৮ উত্তর এবং ০৯১° ৩৭.৯৩১ পূর্ব অবস্থানে স্থাপন করা হয়েছে। চট্টগ্রাম হতে জনতাবাজার (চরগজারিয়া) যাওয়ার পথে আলোর মিছিল, আক্তারবানু, ভাষানচর-২ এবং মাদার ভেসেল লাইটেড বয়া হাতের বামে এবং বয়ারচর লাইটেড বয়া হাতের ডানে থাকবে। এমতাবস্থায় ভাষানচর এলাকা ও বয়ারচর এলাকা জোয়ার শুরুর কমপক্ষে ২ঘন্টা পর মাষ্টার পাইলটসহ সতর্ককতার সহিত উক্ত স্থান অতিক্রমের পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে।

সতর্কতাঃ ১ নং (ঘ) নৌ-রুটঃ জনতাবাজার-চৌকিঘাটা-চাঁদপুর নৌ-পথের হুজুরেরখালে প্রবেশ পথে ০১টি স্ফেরিক্যাল রেক বয়া, হুজুরেরখাল-চৌকিঘাটা এরাকায় ০১টি সবুজ ও ০১টি লাইটেড বয়া (লালবাতি যুক্ত) স্থাপন করা হয়েছে। জনতাবাজার হতে চাঁদপুর আসার পথে স্ফেরিক্যাল রেক বয়াকে হাতের বামে এবং সবুজ ও লাল লালটেড বয়াকে হাতের ডানে রেখে সতর্কতার সহিত চলাচল করার পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে।

সতর্কতাঃ ১ নং (ঙ) নৌ-রুটঃ চাঁদপুর-নারায়ণগঞ্জ নৌ-পথের আমিরাবাদ নামক স্থানে লাইটেড বয়া (লালবাতি যুক্ত) স্থাপন করা হয়েছে। চাঁদপুর হতে উজানে যাওয়ার সময় লাল লালটেড বয়াকে হাতের বামে রেখে চলাচল করার পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে।

২। **সতর্কতা ঃ-৪ নং (ক) নৌ-রুটঃ** চাঁদপুর-জনতাবাজার ও বরিশাল নৌ-পথের ইলিশা এলাকায় ২টি লাইটেড বয়া স্থাপন করা আছে। চাঁদপুর থেকে জনতাবাজার ও বরিশালগামী সকল নৌ-যানকে বয়া ২টি হাতের ডানে রেখে টার্নিং নেয়ার জন্য পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে। উলানিয়া এলাকায় পূর্ণ ভাটার সময় ৩.৬৬ মিঃ পানির গভীরতা পাওয়া যায়। সকল যাত্রীবাহী লঞ্চ উলানিয়া সবুজ লাইটেড বয়ার ৩০০-৪০০ মিটার উজান দিয়ে ক্রস করে চলাচল করার অনুরোধ করা যাচ্ছে।

সতর্কতা ঃ-৪ নং (খ) এতদ্বারা সকল নৌ-যানের মালিক/মাষ্টার/ড্রাইভারসহ নৌ-অপারেটরদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বরিশাল-চাঁদপুর নৌ-পথের কীর্তনখোলা নদীর চরবাড়িয়া নামক স্থানে পাওয়ারগ্রীড কোম্পানী লিঃ (পিজিসিবি) কর্তৃক স্থাপিত ভোলা-বোরহানউদ্দিন সঞ্চালন লাইনের ডিসমেন্টালকৃত টাওয়ারবিহীন ০২টি পাইল লেগ নদীর ভিতরে (তবে দৃশ্যমান) থাকায় নৌ-দুর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষ্যে পাইললেগের উপর এ্যাংগেল ও পাইপ দিয়ে ২০ (বিশ) ফুট উচ্চতার টাওয়ার তৈরী করে তার উপর ০২টি সবুজ বাতি স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া উক্ত স্থানকে জিআরপি বয়া, ডায়মন্ড মার্কা, লাল পতাকা এবং রিফ্লেকটিভ পেপার দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। এমতাবস্থায়, বরিশাল হতে চাঁদপুরগামী সকল নৌ-যানকে উক্ত স্থান অতিক্রমের সময় স্থাপিত টাওয়ারটিকে হাতের ডানে এবং চাঁদপুর হতে বরিশালগামী সকল নৌ-যানকে উক্ত টাওয়ারটিকে হাতের বামে রেখে বিআইডব্লিউটিএ'র পাইলট নিয়ে অতি-সাবধানতার সাথে চলাচল করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

৩। **সতর্কতাঃ ৭নং নৌ-রুটঃ** নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তক্রমে ২১/০৩/১৬ তারিখ হতে সুন্দরবনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত শ্যালা নদী অর্থাৎ শরণখোলা (বগী) হতে জয়মনিরগোল (চাঁদপাই) নৌ-পথে সব ধরনের বাণিজ্যিক নৌ-যান চলাচল বন্ধ থাকবে। বিকল্প হিসাবে ঘাসিয়াখালী-মংলা (এম জি ক্যানেল হয়ে) নৌ-রুট ব্যবহার করা যাবে।

৪। **সতর্কতাঃ ৮নং ও ৯নং নৌ-রুটঃ** খুলনা শিপইয়ার্ড ও সেভেনরিং সিমেন্ট ফ্যাক্টরীর বিপরীত পাশে জাবুসা এলাকায় গত ১৫/০৩/১৮ইং তারিখে জিপসাম বোঝাই "এমভি বিবি-১১৩৪" নামক নৌ-যান নিমজ্জিত হয়েছে। ডুবন্ত নৌ-যানকে চিহ্নিত করার লক্ষ্যে উক্ত স্থানে একটি স্পেরিক্যাল রেক বয়া স্থাপন করা হয়েছে। খুলনা-চালনা-মংলা-কাউখালী নৌ-পথের কাজীবাচা নদীর হালিয়া নামক স্থানে পাথর বোঝাই জাহাজ "এমভি আল মদিনা" গত ১৪/০৯/১৯ তারিখে বটিয়াঘাটা থানার হালিয়া নামক স্থানে নিমজ্জিত হয়। নিমজ্জিত জাহাজের নিকট একটি জিআরপি বয়া স্থাপন করা হয়েছে। খুলনা হতে মংলাগামী সকল নৌ-যানকে উক্ত রেক বয়াকে হাতের বামে এবং মংলা হতে খুলনাগামী নৌ-যানকে হাতের ডানে রেখে সতর্কতার সাথে চলাচলের পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে।

৫। **সতর্কতাঃ ১০নং নৌ-রুটঃ** তরতীপুর অটো রাইস এন্ড ডাল মিল এর নিকট ডুবন্ত "ডায়মন্ড অফ নারিশা" জাহাজে একটি জিআরপি রেক বয়া স্থাপন করা হয়েছে। খুলনা হতে নওয়াপাড়াগামী সকল নৌ-যান সমুহকে উক্ত স্ফেরিক্যাল রেক বয়া হাতের বামে এবং নওয়াপাড়া হতে খুলনাগামী নৌ-যান সমূহকে উক্ত বয়া হাতের ডানে রেখে সতর্কতার সাথে চলাচল করার পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে। এছাড়া উক্ত নৌ-পথের অভয়নগর থানার নিকট শেখ ব্রাদার্স ঘাটের অপর পার্শ্বে বৃটিশ আমলে নির্মিত নীল কুটিরের অংশ বিশেষ ভেঙ্গে নদী গর্ভে পড়ে আছে। নৌ-দুর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষে গত ১৯/১২/২০১৮ইং তারিখ উক্ত স্থানে একটি জিআরপি রেক বয়া স্থাপন করা হয়েছে। খুলনা হতে নওয়াপাড়াগামী সকল নৌ-যান সমুহকে উক্ত রেক বয়াকে হাতের ডানে এবং নওয়াপাড়া হতে খুলনাগামী নৌ-যান সমূহকে উক্ত রেক বয়াকে হাতের বামে রেখে বিআইডব্লিউটিএ'র পাইলট নিয়ে সতর্কতার সাথে চলাচল করার পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে।

৬। **সতর্কতাঃ ১৮নং নৌ-রুটঃ** চাঁদপুর/হরিনা হতে আলুবাজারগামী নৌ-যানসমূহকে লক্ষীরচর টাওয়ার বিকনটিকে বামে রেখে চলাচল করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। হরিনা-আলুবাজার ফেরী রুটে বেরাচাক্কি নামক এলাকায় ড্রেজিং কাজ চলমান থাকায় সকল নৌ-যানকে সতর্কতার সাথে চলাচল করার পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে।

৭। **সতর্কতাঃ ১৯নং নৌ-রুটঃ** চাঁদপুর-নারায়নগঞ্জ নৌ-পথের আমিরাবাদ নামক স্থানে লালবাতি যুক্ত লাইটেড বয়া স্থাপন করা আছে। চাঁদপুর হতে-ঢাকা/নারায়নগঞ্জ/আশুগঞ্জগামী সকল নৌ-যানসমুহকে উক্ত লাইটেড বয়াসমুহ হাতের বামে রেখে চলাচল করার জন্য পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে।

৮। **সতর্কতাঃ ২০ নং নৌ-রুটঃ** মতিরহাট-মজুচৌধুরীর হাট নৌ-পথে ড্রেজিং কাজ চলমান থাকায় সকল নৌ-যানকে সতর্কতার সাথে চলাচল করার পরামর্শ দেয়া যাচ্ছে।

৯। **সতর্কতাঃ ২৩ নং নৌ-রুটঃ** বর্তমানে নদীর পানি ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাওয়ার কারণে শোলগুলো ডুবন্ত থাকায় কাউলিয়া হতে সাহেবের আগলা পর্যন্ত নৌ-পথের শোলগুলো অতিক্রম করার সময় জাহাজ সমূহ নিরাপদ দুরত্ব রেখে খুব সাবধানতার সাথে চলাচল করবে। বর্তমানে বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম পাড় হতে পিলার নং-০৭ এর মাঝ দিয়ে জাহাজ সমূহ অতিক্রম করবে।

* **সতর্কতাঃ সকল নৌ-রুটঃ** এতদ্বারা সকল নৌ-যানের মালিক/মাষ্টার/ড্রাইভারসহ সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, উজান থেকে নেমে আসা পানির তীব্র স্রোত এবং দেশের বিভিন্ন নদীতে পানি বৃদ্ধির ফলে ঘূর্নাবর্তের সৃষ্টি হয়েছে। এমতাবস্থায়, নৌ-দুর্ঘটনা এড়ানোর লক্ষে দেশের সকল নৌ-পথে চলাচলকারী নৌ-যানসমূহকে অতিরিক্ত যাত্রী/মালামাল বোঝাই না করে এবং সৃষ্ট ঘুনাবর্ত পরিহার পুর্বক বিআইডব্লিউটিএ'র পাইলট নিয়ে অতি-সাবধানতার সাথে চলাচল করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

বিঃ দ্রঃ-বিস্তারিত জানার জন্য নিম্নলিখিত কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হলঃ

১। পরিচালক (নৌ-সওপ), ফোন নং- ৯৫৫০৯১৮
২। অতিরিক্ত পরিচালক (নৌ-পথ), ফোন নং- ৯৫৫৭০৬০
৩। যুগ্ম-পরিচালক (নৌ-সওপ), সদরঘাট ফোন নং- ৭১১৩৬৫০
৪। যুগ্ম-পরিচালক (নৌ-সওপ), চাঁদপুর ফোন নং- ০৮৪১/৬৩২৮৩
৫। যুগ্ম-পরিচালক (নৌ-সওপ), বরিশাল ফোন নং- ০৪৩১/৬৩৬৭৩
৬। যুগ্ম-পরিচালক (নৌ-সওপ), চট্রগ্রাম ফোন নং- ০৩১/৬১০৬০০
৭। যুগ্ম-পরিচালক (নৌ-সওপ), আরিচা ফোন নং- ৭৭১৬০৫২
৮। যুগ্ম-পরিচালক (নৌ-সওপ), খুলনা ফোন নং- ০৪৩১/৭২০৩৪০
৯। যুগ্ম-পরিচালক (নৌ-সওপ), সিরাজগঞ্জ ফোন নং- ০৭৫১/৬২২৫৯

* **দক্ষ/আভজ্ঞ সনদধারা মাষ্টার দ্বারা নো-যান পারচালনা করুন।**
* **পথিমধ্যে কাল বৈশাখী/স্থানীয় ঝড়ের আশংকা থাকলে নৌ-যান নিরাপদ স্থানে ভিড়িয়ে অপেক্ষা করুন।**
* **রাতের বেলায় বিশেষ সতকতার সাথে নো-যান পারচালনা করুন।**

পরিচালক
নৌ-সংরক্ষণ ও পরিচালন বিভাগ
বিআইডব্লিউটিএ